এবার ঢাকা ফেরার পালা, পাটুরিয়া ঘাটে বাড়ছে ভিড়

ঈদ শেষে ফের ঢাকায় ফিরতে শুরু করেছে মানুষ। সকাল থেকে পাটুরিয়া ঘাটে ঢাকামুখী মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

এদিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে অন্যান্য যানবাহন চলাচল করলেও বন্ধ রয়েছে গণপরিবহণ। বাধ্য হয়ে লোকজন রিক্সা, ভ্যান, মোটরসাইকেল, ট্রাকে রাজধানীমুখী হচ্ছেন।

গণপরিপরিবহণ বন্ধ থাকায় অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে সাধারণ লোকজনের। বেশীর ভাগ যাত্রীকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। এতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যাত্রীদের।

বিআইডব্লিউটিসি’র ভারপ্রাপ্ত ডিজিএম, মো. জিল্লুর রহমান জানান, এই নৌরুটে ফেরির কোন সমস্যা নেই। গণপরিবহন বন্ধ থাকার কারণে গাড়ির চাপ কম। ৭টি ফেরি দিয়ে জরুরী পণ্যবাহী ট্রাক, লাশবাহী গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্সসহ যাত্রীরা পারাপার হচ্ছে। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

আগামী পাঁচ দিন বজ্রসহ ঝড়- বৃষ্টির সম্ভাবনা

আগামী পাঁচদিন বজ্রসহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদফতর। উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের কারণে বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের এই সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া অফিস জানায়, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুর বিভাগের অনেক জায়গায়, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু জায়গায় দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সারাদেশে তাপমাত্রা কমতে পারে। এছাড়া আগামী দুইদিন সারাদেশে

বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

এদিকে, আজ সকাল হয়েই রাত নেমে আসে ঢাকার আকাশে। বুধবার রাতভর বৃষ্টি শেষে ভোরের আলো ফোটার পরই আবার কালো মেঘে রাত নেমে আসে রাজধানীর বুকে। বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ায় কেপে উঠে রাজধানীবাসী। ভোরে রাজধানীতে তীব্র কালবৈশাখী ঝড়ে নিম্ন আয়ের এবং ফুটপাথে থাকা মানুষগুলোকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

পুলিশে করোনার সংক্রমণ ৪ হাজার ছাড়াল

পুলিশে করোনাভাইরাসে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৫২ জন সদস্য। এ নিয়ে পুলিশে করোনায় সংক্রমিত সদস্যের সংখ্যা ৪ হাজার ছাড়াল। আজ মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নতুন করে পুলিশের ১৫২ জন সদস্য করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। এ নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশে করোনায় সংক্রমিত মোট সদস্যের সংখ্যা ৪ হাজার ৫৩ হলো। তাঁরা জনগণের সেবা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গিয়ে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। সংক্রমিত পুলিশ সদস্যদের মধ্যে ১৪ জন মারা গেছেন।

একই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে পুলিশের ১ হাজার ১১৯ জন সদস্য বাড়ি ফিরেছেন। তাঁদের অনেকে ইতিমধ্যে আবার কাজে যোগ দিয়েছেন।

পুলিশ সদস্যদের মধ্যে করোনার সংক্রমণ ঝুঁকি কমাতে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের নির্দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সদর দপ্তর।

এর অংশ হিসেবে বেসরকারি হাসপাতাল ভাড়া করাসহ সব পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম সংযোজন

করা হয়েছে। পুলিশ মনে করে, এতে সংক্রমণের হার যেমন ক্রমান্বয়ে কমছে, তেমনি সুস্থতার হার বাড়ছে। সূত্র-প্রথম আলো

প্রসূতিকে ভর্তি নেয়নি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাস্তায় সন্তান প্রসব

গাইবান্ধায় প্রসব ব্যথায় কাতর এক প্রসূতিকে ভর্তি নেয়নি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। দীর্ঘ অপেক্ষার পর হাসপাতালের সামনের রাস্তায় সন্তান প্রসব করেছেন ওই মা।

সোমবার রাতে সাদুল্যাপুরের বাদশা মিয়ার স্ত্রীর প্রসব ব্যথা উঠলে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালে তাকে ভর্তি না নেয়ায় দীর্ঘ সময় অপেক্ষার করেন তারা। পরে হাসপাতালের সামনের রাস্তায় তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন।

প্রসূতি রাশেদা বেগমের অবস্থার অবনতি হলে তাকে রংপুর মেডিকেলে পাঠানো হয়। ঘটনার পর প্রসূতির স্বজন ও স্থানীয়রা হাসপাতালের গেটে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন।
এ প্রসঙ্গে সাদুল্যাপুরের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মিঠুন কুমার বর্মন বলেন, ‘ডেলিভ্যারির পর এখন ব্লিডিং বেশি হচ্ছে, এখন পেশেন্টকে এখানে ওভাবে রাখা সম্ভব না। করোনার কারণে এখানে কোন রোগী দেখা হয় না।’

সাদুল্যাপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নবীনেওয়াজ খান বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। যদি কেউ দোষী হয়ে থাকেন তবে আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।’ সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

‘করোনা সংকটে শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগ দেশ বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছে’

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, করোনা সংকটের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত শেখ হাসিনা সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ, গৃহীত এবং বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত যখন দেশ বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছে তখন বিএনপির নেতারা পুরনো নেতিবাচকতার বৃত্তেই ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা মানুষের পাশে না থেকে সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগারের মরচে ধরা সমালোচনার তীর ছুড়ছেন যা অনাকাঙ্খিত ও অপ্রত্যাশিত। তিনি আজ তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বিএনপি নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তারা জনগণের পাশে দাঁড়াবেন না, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের খোঁজ খবরও নিবেন না অথচ মিডিয়ায় সরকারের সমালোচনা করবেন, তাহলে এটাই কি বিএনপির রাজনীতি?
তিনি বলেন, পবিত্র ঈদের দিনেও জনগণ তাদের মুখের বিষ থেকে রেহাই পায়নি।

সরকার একদিকে করোনা সংক্রমণ রোধ ও আক্রান্তদের চিকিৎসা করছেন, অপরদিকে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষায় পূর্ণ মনোনিবেশ করছেন জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, এমতাবস্থায় বিএনপিকে কোনো কর্মসূচিতে বাধা প্রদান মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের মতো গল্পের শামিল।
সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, করোনা সংকট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রমাণিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগই জনগণের পাশে থাকে, এটাই আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য।

মন্ত্রী বলেন, অধিকাংশ মানুষের মাঝে ধৈর্য ও শৃঙ্খলার ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, কেউ কেউ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘরে অবস্থান করলেও অনেকেই

এসব কানে না নিয়ে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুরাফেরা করে হাট বাজারে জনসমাগম করছেন, এ উদাসীনতা নিজের ও আশপাশের সকলের ভয়ানক বিপদ ডেকে আনছে এবং অবনতি ঘটাচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের। সূত্র-যুগান্তর

যমুনা নদীতে নৌকাডুবিতে দু’জনের মৃত্যু, নিখোঁজ ৩০

সিরাজগঞ্জের চৌহালীতে যমুনা নদীতে অর্ধশতাধিক যাত্রীবোঝাই নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে শিশুসহ দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় আরও প্রায় ৩০ জন যাত্রী নিখোঁজ রয়েছেন।

মঙ্গলবার দুপুরে যমুনা নদীর স্থলচর এলাকায় এই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে।

চৌহালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল ইসলাম বিশ্বাস জানান, এনায়েতপুর থেকে অর্ধ-শতাধিক যাত্রী নিয়ে নৌকাটি চৌহালীর দিকে যাওয়ার পথে স্থলচর এলাকায় ডুবে যায়। এতে এক শিশু ও এক বৃদ্ধ মারা যায়। এখনো প্রায় ৩০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ঈদের নামাজ, জানাজায় অংশ নিয়ে বাড়ি ফিরে জানলেন করোনায় আক্রান্ত!

সকালে জামাতে ঈদের নামাজ আদায়, বিকেলে এক বৃদ্ধের জানাজায় অংশ নিলেন জনৈক ব্যবসায়ী যুবক। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলে জানা গেল

তিনি করোনায় আক্রান্ত। কুমিল্লার মনোহরগঞ্জে এ ঘটনা ঘটেছে। আক্রান্ত ওই যুবক ঢাকাফেরত বলে জানা গেছে।

জানা যায়, উপজেলায় করোনায় নতুন আক্রান্ত ওই ব্যক্তির বয়স ২৫ বছর। ঢাকার ইসলামপুর ও বঙ্গবাজারে তাদের ব্যবসা রয়েছে বলে জানা গেছে। তিনি ইসলামপুর ব্যবসা দেখাশুনা করতেন। কয়েকটি রোজা বাকি থাকতে তিনি মনোহরগঞ্জ উপজেলার বাইশগাঁও ইউনিয়নের নোয়াগাঁও নিজের বাড়িতে আসেন। তিনি হোম কোয়ারেন্টাইনে না থেকে পরিবারের লোকজনের সংস্পর্শে যাওয়া, এলাকার মানুষের সাথে চলাফেরা ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ঈদের দিন সকাল ৮টায় তিনি স্থানীয়দের সাথে একত্রে ঈদের নামাজ আদায় শেষে শুভেচ্ছা বিনিময়, বিকেলে ৫টায় গ্রামের ৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধ আবদুল করিমের জানাজায় অংশগ্রহণ করেন।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলেই জানা গেলে ওই ব্যবসায়ী যুবক করোনায় আক্রান্ত। এতে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ-আতঙ্ক দেখা দেয়।
স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ওই যুবক ঢাকা থেকে ফেরার বিষয়টি জানতে পেরে শনিবার (২৩ মে) র্যাপিড রেসপন্স টিম তার নমুনা সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়ে তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশনা দেন। কিন্তু তিনি নির্দেশনা অমান্য করে সকালে জামাতে ঈদের নামাজ আদায় ও বিকেলে জানাজায় অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে যোগ দেন। সোমবার (২৬ মে) সন্ধ্যার পর উপজেলা স্বাস্থ্যবিভাগ প্রাপ্ত রিপোর্টে তার করোনা পজিটিভ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করলে এলাকায় অন্যদের মধ্যে সংক্রমণের আশঙ্কায় আতঙ্ক বিরাজ করে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহেল রানা জানান, করোনা শনাক্তের পর বাইশগাঁও ইউপি’র নোয়াগাঁও গ্রামের আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে।

মনোহরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও কুমিল্লা জেলা করোনা প্রতিরোধ সমন্বয়ক ডা. নিসর্গ মেরাজ চৌধুরী ওই যুবকের করোনা আক্রান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, উপজেলায় এ পর্যন্ত ১১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫ জন সুস্থ হয়ে ওঠেছেন। করোনা র্যাপিড রেসপন্স টিম আক্রান্তদের আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদান করছে। করোনা সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে তিনি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাসা-বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা কেড়ে নিল আরও ২১ প্রাণ, আক্রান্ত ১১৬৬

করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এই সময়ে ১ হাজার ১৬৬ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হলেন ৩৬ হাজার ৭৫১ জন এবং মারা গেলেন ৫২২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৪৫ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ৫৭৯ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ হাজার ৪১৬টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আগেরসহ মোট ৫৪০৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

‘এর মধ্যে ১ হাজার ১৬৬ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ২১ জন। এর মধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও ৭ জন নারী।’

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪৩৩ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ৩৩৪ জন।

ডা. নাসিমা আরও জানা, বয়স বিভাজনে ০-১০ বছরের মধ্যে একজন, ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৭১-৮০ বছরের একজন এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে একজন মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, এলাকাভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৫ জন, চট্টগ্রামে ৪ জন, বরিশালে ২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২০ জন ও বাসায় একজন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর

থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটিট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

করোনায় জৌলুস হারিয়েছে ভাটপাড়া ইকোপার্ক

মরণব্যাধি করোনাভাইরাস স্থবির করে দিয়েছে মানুষের জীবন চাঞ্চল্য। বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় আক্রান্ত দেশ সহ বাংলাদেশেও এর আক্রান্ত সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্তের খবর ছড়িয়ে পড়ায় সরকারিভাবে দেশের বিভিন্ন পার্ক গুলি দর্শনার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে।

দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এমন মুহূর্তে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নীলকুঠি জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক দর্শনার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ করে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের নির্দেশক্রমে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদেরকে তাদের ব্যবসা না তার জন্য বলা হয়।

করোনা ভাইরাস এর শুরু থেকে এ পর্যন্ত দর্শনার্থীর মুখ দেখতে পাইনি ইকোপার্কের ব্যবসায়ীরা। গাছপালা আর বিনোদনের সরঞ্জামাদি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। শিশুদের জন্য বিনোদনের নির্মিতব্য রাইডার গুলি নষ্টের পথে। জং ধরে গেছে লোহালক্কর দিয়ে তৈরি খেলা সরঞ্জামাদি। মরিচা ধরে গেছে শিশু বিনোদনের একমাত্র ট্রেনের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গাংনী সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ এই পার্কে ব্যবসার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিভিন্ন ধরনের

বিনোদনমূলক রাইট তৈরি করে।

নির্মাণ করা হয় আজব গুহা। আইসল্যান্ড সহ অনেক কিছুই। এসকল নির্মাণের পেছনে করা হয় লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিগত অর্থ। পহেলা বৈশাখ ও দুটি ঈদসহ বিশেষ বিশেষ দিনে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় জমে। বছরে ২-১ দিনের ব্যবসায়ী এখানকার ব্যবসায়ীরা টিকে থাকেন। কর্মচারীর বেতন ভাতা দিয়ে হয়তোবা অবশিষ্ট থাকে কিছু লভ্যাংশ।

এক্ষেত্রে সরকারকে দিতে হয় বাৎসরিক মোটা অংকের টাকা রাজস্ব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ইকোপার্কে দর্শনার্থী না আসতে দেওয়াই ব্যবসায়ীরা চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ফুরিয়ে গেছে ইকোপার্কের প্রাণচাঞ্চল্য জৌলুস। ব্যবসায়ী ইয়ারুল ইসলাম জানান তার আজব গুহা সহ বিভিন্ন রাইট তৈরিতে খরচ হয়েছে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা।উক্ত টাকা তিনি বিভিন্ন এনজিও সংস্থা তে ঋণ নিয়ে এবং স্থানীয় মানুষের সাথে ধারদেনা করে ইকোপার্কের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু বর্তমানে দীর্ঘদিন যাবত দর্শনার্থী না থাকায় তিনি আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে উঠেছেন।

দর্শনার্থী না আসলে তিনি আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়বেন । পাওনাদারদের পাওনা টাকা পরিশোধ না করতে পারলে ভিটেমাটি ছাড়তে হতে পারে। আইসল্যান্ড মালিক জয়নাল আবেদীন জানান তিনি ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে ইকোপার্ক এর একপাশে আইসল্যান্ড নির্মাণ করেছেন। পহেলা বৈশাখসহ দুটি ঈদে ব্যবসা করে কিছু টাকা আয় করার জন্য আশায় বুক বেঁধেছিলেন।

কিন্তু সর্বনাশা করোনাভাইরাস তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। তিনিও ধারদেনা করে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। দর্শনার্থী না আসলে তিনি ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে উঠবেন। ট্রেন ও দোলনা ব্যবসায়ী আকবর আলী জানান, সরকারকে বাৎসরিক যে টাকা দিতে হয় সে টাকা বছরের শুরুতেই দেয়া হয়ে গেছে। এদিকে প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস হয়ে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও করণা ভাইরাসের কারণে দর্শনার্থীদের পার্কে।

এখানে তার ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট রয়েছে। বসে বসেই নাইটগার্ড ও কর্মচারীদের বেতন দিতে হয় প্রতি মাসে।গত পহেলা বৈশাখে দর্শনার্থী ছিলনা ইকোপার্কে এই দেও হয়তোবা দর্শনার্থীদের ঘোরাফেরার জন্য অনুমোদন নেই। তাই আর্থিকভাবে প্রতি মাসে অনেক টাকা লোকসান যাচ্ছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে

ইকোপার্কে দর্শনার্থীদের আসতে দেয়ার অনুমতি চেয়েছে ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীরা কিছুটা ক্ষতির মুখ থেকে উঠতে চেয়ে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করেছে। ইকোপার্ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার রহমান এর সাথে কথা বলতে চাইলে মোবাইল ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

মেপ্র/এম এফআর

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আজ ১২১ তম জন্মজয়ন্তী

‘বিদ্রোহী’ একটি অবিস্মরণীয় কবিতার নাম। ১৯২১ সালে তৎকালীণ বৃটিশশাষিত বিশাল ভারতবর্ষে এই একটি কবিতা সকলকে বিস্ময়কর ভাবে নড়ে-চড়ে বসতে বাধ্য করেছিলো। মাত্র একুশ বছর বয়সে রচিত এই কবিতার মাধ্যমে সারা ভারত বর্ষে এক ধুমকেতুর মতো আলোকবিচ্ছুরণে বিস্ময়কর আত্মজাগরণ হয় এক মহান কবি’র; নাম-কাজী নজরুল ইসলাম। তার অমর সৃষ্টি ‘বিদ্রোহী’ নামের এই অনবদ্য কবিতার নামেই সকলের কাছে পরিচিতি পেলেন ‘বিদ্রোহী কবি’ নামে। তারপর থেকে পাদ-প্রদীপের আলোয় উঠে আসা এই কবি একটানা লিখে চললেন দেশের স্বাধীনতার পক্ষে আর গণমানুষের নিপীড়ন, বৈষম্য, শোষণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে।

তার লেখার প্রায় প্রতিটা কবিতার পরতে-পরতে উঠে এলো তৎকালীন সারাভারত বর্ষের মুক্তি দাবির পাশাপাশি সাম্যের বাঁধনে মানবমুক্তির উদাত্ত আহ্বান। সেই সাথে তার লেখনীতে অসাম্প্রদায়িক চেতনার অনবদ্য ফসল হিসেবে উঠে এসেছেÑসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতারোধে প্রাসঙ্গিক নানান বিষয়াবলী এবং বিশ্বমানবমুক্তি আর ভালোবাসার জন্য অসামান্যসব লেখনী, কবিতা-গান। আজ ১১ জ্যৈষ্ঠ। বিশ্বমানবতার উপর নিপীড়ন, বৈষম্য, শোষণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে অগ্নিকণ্ঠে সোচ্চার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মজয়ন্তী।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয়

সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম রওশন এরশাদ পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ তার বাণীতে বলেন, ‘কবি কাজী নজরুল অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখতেন, তা বাস্তবায়নে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিদ্রোহী কবির জীবনাদর্শ অনুসরণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ, সুখী-সমৃদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

কবির এবারের এ জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিদের্শনা অনুসারে করোনা ভাইরাস সংক্রমন জনিত কারণে জনসমাগম এড়িয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জাতীয়ভাবে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচি গ্রহন করেছে। এর মধ্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সংস্কৃতিমন্ত্রণালয় নির্মান করেছে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘জাগো অমৃত পিয়াসী’।

আজ রোববার সকাল এগারটা হতে বিটিভিসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে একযোগে এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। এর আগে সকাল ১১টায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে শুরু হবে দিনের আনুষ্ঠানিকতা। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। বিশেষ অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম-আজকের এই দিনে-বাংলা ১৩০৬ বঙ্গাব্দ’র ১১ জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজি ১৮৯৯ সাল) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুরিয়া থানাধীন চুরুলিয়া গ্রামে জš§গ্রহণ করেন। দ্রোহ, প্রেম, সাম্য, মানবতা ও শোষিত মানুষের মুক্তির বার্তা নিয়ে আসা কবির জন্ম। বাবা কাজী ফকির আহমেদ ও মা জাহেদা খাতুন। দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। ডাক নাম ছিল ‘দুখু মিয়া’। সে নামের সঙ্গে সুবিচার (!) করতেই যেন শৈশবে পিতৃহারা হন মানবতা আর সাম্যের এই কবি। পিতার অকাল মৃত্যুতে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তিনি শিশু বয়সেই মক্তবে শিক্ষকতা, হাজি পালোয়ানের মাজারে খাদেম

এবং মসজিদের মুয়াজ্জিনের কাজ করতে শুরু করেন। এরপরও কবিকে নানা বাধার দুর্লংঘ্য পর্বত পাড়ি দিতে হয়েছিল। এরই মাঝে একদিন সকলকে চমকে দিয়ে বাংলার সাহিত্যাকাশে দোর্দণ্ড প্রতাপে আত্মপ্রকাশ করেন কবি।

কবিরুপে নজরুলের এ অভ্যূদয় কেবল ধুমকেতুর সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পর্কে যথ্যার্থই বলেছেন, ‘কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু, আয় চলে আয়রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।’

সময়ের পথপরিক্রমায় মানুষের চেতনায় আঘাত করে দেশ-প্রেম আর সত্যের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলার বিস্ময়কর ক্ষমতা লালন করতেন বলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্যায়-অবিচার, দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক। কবি তার জ্যোর্তিময় লেখনিতে বারবার তুলে এনেছেন বাঙালির মেধা-মনন ও অস্তিত্বের জগত; অসম্প্রদায়িক বাঙালিত্ব, প্রেম, দ্রোহ আর মানবতা। পরবর্তীতে জ্যোর্তিময় অসম্প্রদায়িক এই কবি হয়ে উঠলেন-প্রেম, দ্রোহ আর মানবতার কবি। মানবানুভূতির এই ত্রয়ী বন্ধনের বাইরেও তার সৃজনে উঠে এসেছে বিপ্লব আর সাম্যের বাঁধনে মানবমুক্তির উদাত্ত আহ্বান।

বাংলার সাহিত্য আকাশে অগ্নিবীণা হাতে ধূমকেতুর মতোর আবির্ভাবের কবি নজরুলের ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় তার কাব্য-সংকলন ‘অগ্নিবীণা’। এই কাব্য-সংকলন বাংলা কবিতায় সৃষ্টি করে এক নতুন ধারা। এই কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে; ‘প্রলয়োল¬◌াস’, ‘আগমনী’, ‘খেয়াপারের তরণী’, ‘শাত-ইল্-আরব’, ‘বিদ্রোহী’, ‘কামাল পাশা’ ইত্যাদি। নজরুলের প্রথম গদ্য রচনা ছিল ‘বাউন্ডুলের আত্নকাহিনী’। ১৯১৯ সালের মে মাসে এটি সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার লেখা অন্যান্য গদ্যের মধ্যে রয়েছে ‘হেনা’, ‘ব্যাথার দান’, ‘মেহের নেগার’, ‘ঘুমের ঘোরে’। ১৯২২ সালে নজরুলের একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়; যার নাম ‘ব্যথার দান’। এছাড়া একই বছর প্রবন্ধ-সংকলন ‘যুগবাণী’ও প্রকাশিত হয়।

নজরুলের সাহিত্যকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ্যযোগ্য হলো তার গান। কবির লেখা গানসমূহ এখন ‘নজরুলগীতি’ নামে পরিচিত। তার এসব গানের মধ্যে ভক্তিমূলক গান, প্রণয়গীতি, প্রকৃতি বন্দনা, দেশাত্নবোধক গান, রাগপ্রধান গান, হাসির গান, ব্যাঙ্গাত্মক গান, সমবেত সঙ্গীত, রণ সঙ্গীত এবং বিদেশীসুরাশ্রিত গানসহ দশটি ভাগে

বিভাজ্য হয়েছে। তিনি তার সীমিত কর্মজীবনে তিন হাজারেও অধিক গান রচনা করেছেন।

পৃথিবীর কোনো ভাষায় একক হাতে এত বেশি সংখ্যক গান রচনার উদাহরণ নেই। এ সকল গানের বড় একটি অংশ তারই সুরারোপিত। তার রচিত ‘চল চল চল, ঊর্ধগগনে বাজে মাদল’ বাংলাদেশের রণসঙ্গীত। তার কিছু গান জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে গানের মালা, গুল বাগিচা, গীতি শতদল, বুলবুল ইত্যাদি। পরবর্তীকালে আরও গান সংগ্রন্থিত হয়েছে। তবে তিনি প্রায়শ তাৎক্ষণিকভাবে লিখতেন; একারণে অনুমান করা হয় প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের অভাবে বহু গান হারিয়ে গেছে। এছাড়া, কাজী নজরুল গান রচনাকালে ১৯টি রাগের সৃষ্টি করেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

তার সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালবাসা, মুক্তি এবং বিদ্রোহ। ধর্মীয় লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধেও তিনি লিখেছেন। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুন ধারার জš§ দেন। এটি হল ইসলামী সংগীত তথা গজল। নজরুল প্রায় তিনহাজার গান রচনা এবং সুর করেছেন; যা এখন নজরুল সংগীত নামে পরিচিত। মধ্যবয়সে তিনি পিক্স ডিজিজে আক্রান্ত হন। এর ফলে আমৃত্যু তাকে সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। এক সময় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

এই মানসিকভারসাম্যহীন কবিকে ১৯৭২ সালের ২৪ মে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ উদ্যোগে সপরিবারে ভারতে থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তখন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা দেন। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে তার বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তনে তাকে এই উপাধি প্রদান করা হয়।

একই সালে কবির ছোট ছেলে ও বিখ্যাত গিটার বাদক কাজী অনিরুদ্ধ মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৬ সালে কবি নজরুলের স্বাস্থ্যেরও অবনতি হতে শুরু করে। এ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘একুশে পদক’ প্রদান করা হয় তাকে। তৎকালীন প্রধান আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান ঢাকার তৎকালীন পিজি হাসপাতালের ১১৭ নম্বর কেবিনে তার হাতে দিয়ে আসেন। সেখানেই কবির শেষ দিনগুলো কাটে। সে বছরের

২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার জীবনকাল ৭৮ বছর হলেও ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দুঃসহ নির্বাক জীবন কাটিয়েছেন।

তার মৃত্যুর পর তার লেখা গান-‘মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ো ভাই, যেন গোরের থেকে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই’ কথাকে বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে তাকে সমাহিত করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে।

ধ্যানে-জ্ঞানে, নিশ্বাসে-বিশ্বাসে, চিন্তাচেতনায় পুরোদস্তুর অসাম্প্রদায়িক জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এখনও দুই বাংলায় সমভাবে সমাদৃত। তার প্রসঙ্গে ওপার বাংলার কবি অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, ‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে/ভাগ হয়নিকো নজরুল/এই ভুল টুকু বেঁচে থাক/বাঙালি বলতে একজন আছে/দুর্গতি তাঁর ঘুচে যাক।

মেপ্র/এমএফআর